Bartaman Patrika

News Department:info@bartamanpatrika.com

বড়দিন এবং নববর্ষ উপলক্ষ্যে দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত স্পেশাল জয় রাইড চালাবে নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার (এনএফ) রেলওয়ে। আজ, বৃহস্পতিবার থেকে আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত এই বিশেষ পরিষেবা চলবে। একইভাবে শুক্রবার থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত নিউ জলপাইগুড়ি থেকে সুকনা পর্যন্ত স্পেশাল ডিজেল ট্রেন চলবে।

১০০ দিনের কাজে রাজ্যের বকেয়া সর্বাধিক
সংখ্যার ফাঁদে দায় এড়াচ্ছে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি: ধুঁকতে থাকা অর্থনীতির হাল ফেরাতে চাই নগদের পর্যাপ্ত জোগান। অথচ গ্রামের মানুষের হাতেই এখন টাকা নেই। এর মূল কারণ, ১০০ দিনের কাজ নিয়ে কেন্দ্রের উদাসীনতা এবং রাজনীতি। বছরের পর বছর যে প্রকল্পে বাংলা শীর্ষস্থান দখল করে এসেছে, সেই ১০০ দিনের কাজেই প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। প্রায় এক বছর পর টাকা আটকে রাখার বিষয়টি সংসদে স্বীকার করল মোদি সরকার। তৃণমূল এমপি তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি লিখিতভাবে স্বীকার করলেন, ১৪ ডিসেম্বরের হিসেব মোতাবেক সরঞ্জাম খরচ এবং শ্রমিকের ভাতা মিলিয়ে গোটা দেশে বকেয়া রয়েছে ১০ হাজার ১৬২ কোটি টাকা। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ (২০২১ থেকে ২০২৩ দু'টি অর্থবর্ষে) পাবে মোট ৫ হাজার ৪৩৩ কোটি টাকা, যা দেশের মধ্যে সর্বাধিক। যদিও এই স্বীকারোক্তির পরই সংখ্যাতত্ত্বের খেলা শুরু করেছে কেন্দ্র। মাঠে নেমে পড়েছেন মন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি থেকে শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী সুভাষ সরকার। রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন করে সুভাষ সরকার দাবি করেছেন, মোদি জমানার সাত বছরে ১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় চার গুণ টাকা বেশি পেয়েছে। ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০১৪-১৫ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত বাংলা পেয়েছে প্রায় ৫৫ হাজার কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কোনও রাজ্যের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হবে, তার পরিকল্পনা অর্থবর্ষ শুরুর আগেই পাঠাতে হয় দিল্লিকে। জব কার্ড ইস্যু এবং শ্রমদিবস তৈরির নিরিখে বছরের পর বছর অন্য রাজ্যকে পিছনে ফেলেছে বাংলা। সেই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই টাকা বরাদ্দ করে এসেছে কেন্দ্র। অর্থাৎ, শ্রমদিবস এবং কাজ বেড়েছে বলেই অর্থবরাদ্দ বাড়িয়েছে ভারত সরকার। এতে তাদের নিজস্ব কোনও কৃতিত্ব নেই। অথচ, কাজ হওয়া সত্ত্বেও গত বছরের ২৬ ডিসেম্বর থেকে একটি টাকাও ছাড়েনি কেন্দ্র। তৃণমূল এমপি জহর সরকারের প্রশ্নের জবাবে সে কথা স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তারপরই ১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গ কত টাকা পেয়েছে, সেই হিসেব মনমোহন জমানা থেকে দেখানো শুরু করেছে কেন্দ্র। লক্ষ্য একটাই, সংখ্যার ফাঁদে বঞ্চনার বিষয়টিকে পিছনের সারিতে পাঠিয়ে দেওয়া। তৃণমূলের সাফ কথা, দুর্নীতি বা শর্ত পূরণ না হওয়ার অজুহাতে কাজ হচ্ছে না। গরিব বিরোধী তকমা সেঁটে যাচ্ছে বুঝেই এখন এই স্ট্র্যাটেজি নিয়েছে বিজেপি সরকার। ১৫ বছরের হিসেব দাঁড় করাতে হচ্ছে।

এই ইস্যুতে বুধবার সংসদের মধ্যেই চাপানউতোর শুরু হয়ে যায়। মোদি সরকারকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দলের এমপিরা বলেন, পঞ্চায়েতের আগে বাংলার শ্রমিকদের এই পাওনা আটকে রাখার উপযুক্ত জবাব পাবেন। বিজেপি এমপিরাও পাল্টা বলতে শুরু করেন, গরিবদের টাকা আটকে রাখতে চাই না। তবে মনরেগায় কাজের শর্ত পূরণ না

করলে টাকা মিলবে না। এর মধ্যে অবশ্য দুই মন্ত্রীর দু'রকম তথ্য নিয়ে শুরু হয়ে যায় বিতর্ক। কারণ রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি বলেছেন, ২০১৪ থেকে এখনও পর্যন্ত বাংলাকে দেওয়া হয়েছে ৯৪ হাজার ১৮৫ কোটি টাকা। আর সুভাষ সরকার সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বিবৃতিতে জানাচ্ছেন, অঙ্কটা ৫৪ হাজার ১৪৬ কোটি। তৃণমূলের কটাক্ষ, সংখ্যার ফাঁদ পাততে গিয়ে বিজেপি নিজেরাই ফাঁদে পড়েছে।

আমেরিকা গেল মোয়া, সুইডেন
থেকে আরও ৫০০ কেজি বরাত